অর্থমন্ত্রক

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সরকারি কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে এক বিরাট সাফল্য – বললেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি বলেছেন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত নীতিটিকে কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মসূচিতে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছে

Posted On: 14 SEP 2017 11:17AM by PIB Kolkata

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি বলেছেন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত নীতিটিকে কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মসূচিতে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ২০১৪-র আগস্ট মাসে বেশ বড় আকারে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা রূপায়ণের কাজ শুরু করা হয়। ব্যাঙ্কগুলির সাহায্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পূর্ণ সুযোগ ও সম্ভাবনাকে যাতে সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো যায়, তা নিশ্চিত করাই হল সরকারের লক্ষ্য। এই কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে অন্যান্যদের তুলনায় রাষ্ট্রায়তক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

আজ দেশের জাতীয় রাজধানীতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ আয়োজিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত এক অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য পেশ করছিলেন অর্থমন্ত্রী। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, ২০১৪-রআগস্টে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার যখন সূচনা হয়, তখন দেশের মাত্র ৫৮ শতাংশ মানুষের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল। ৪২ শতাংশ নাগরিক ছিলেন ব্যাঙ্কিং নেটওয়ার্কের বাইরে। কিন্তু বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার আওতায় দেশের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট গ্রাহকের সংখ্যা পৌঁছে গেছে ৩০ কোটিতে। ন্যূনতম জমার বাধ্যবাধকতা ছাড়াই জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট খোলার যে সুযোগ সাধারণ নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল, তাতে এই ধরনের অ্যাকাউন্ট ছিল ৭৬.৮১ শতাংশ। কিন্তু নিয়মিতভাবে অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা পড়ায় বর্তমানে জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্টের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ২০ শতাংশ মাত্র। ২২ কোটি রুপে কার্ড পৌঁছে দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট গ্রহীতাদের কাছে। ঐ কার্ডে ওভার ড্রাফ্টের সুযোগ পাওয়া যায় ৫হাজার টাকা পর্যন্ত।

শ্রী জেটলি বলেন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনার আওতায় দরিদ্র সাধারণ মানুষের কাছে জীবন বিমার সুযোগ পৌঁছে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এছাড়াও, দুর্ঘটনা বিমার জন্য চালু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা। এবছরের ৭ আগস্ট পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনার আওতায় পলিসি গ্রহীতার সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনাটি গ্রহণ করেছেন ১০ কোটি ৯৬ লক্ষ অ্যাকাউন্ট গ্রহীতা। দুটি কর্মসূচিতেই বিমার সুযোগগ্রহীতাদের প্রায় ৪০ শতাংশই হলেন মহিলা।

বিমুদ্রাকরণ প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেন, সরকারের এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন নগদ অর্থের বিনিময়ে লেনদেনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনই ডিজিটাল পদ্ধতির সাহায্যে লেনদেনের সুযোগ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে । এর ফলে,কর কাঠামোর ক্ষেত্রেও বিশেষ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে ঘটেছে এক বিরাট রূপান্তর। বিমুদ্রাকরণ পরবর্তী পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতিতে নগদ টাকায় বিনিময়ের মাত্রা কমিয়ে আনার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি আধার কর্মসূচি প্রসঙ্গে এদিন বলেন, বর্তমানে দেশের ৯২ শতাংশ মানুষেরই আধার কার্ড রয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে সরকারের এক বড় ধরনের সাফল্য। আধার সম্পর্কিত আইনটি সাংবিধানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে বলেই সরকার মনে করে। আধার ব্যবহারের ফলে নির্দিষ্ট ভর্তুকি সহায়তা প্রকৃত প্রাপক বা গ্রহীতার কাছে সঠিকভাবেই পৌঁছে যাচ্ছে। এর ফলে, সম্পদের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে ।

PG/SKD/DM/....

(Release ID: 1502798) Visitor Counter : 2

Background release reference

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত নীতিটিকে কেন্দ্রীয় সরকার তার কর্মসূচি